মূলঃ

ইমাম যাইন উদ্দীন আহমাদ বিন
আবদুল লতীফ আয্ যুবাইদী (রহ.)

অনুবাদঃ

মোঃ আবদুল্লাহ্ শাহেদ আল-মাদানী
(মুহাদ্দিছঃ মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, ঢাকা)

সম্পাদনাঃ

শাইখ আবদুন নূর বিন আবদুল জাব্বার মাদানী।

শাইখ আজমাল হোসাইন বিন আবদুন নূর মাদানী।

দ্বিতীয় প্রকাশঃ ২০২১ ইং

আলোকিত প্রকাশনী

সূচীপত্র

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অনুবাদকের কথা	৮৯
ইমাম বুখারী (রহ:)এর সংক্ষিপ্ত জীবনী	৯৩
কিতাবুল অহী	
অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট কিভাবে অহী নাযিল শুরু হয়েছিল?	১০৩
কিতাবুল ঈমান	
অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী: ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি	১১৫
অধ্যায়: ঈমানের শাখাসমূহ	১১৫
অধ্যায়: যার জবান ও হাত থেকে মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে সেই প্রকৃত মুসলিম	১১৫
অধ্যায়: ইসলামের কোন কাজটি উত্তম?	১১৫
অধ্যায়: মানুষকে খাদ্য প্রদান করা ইসলামের অন্তর্ভূক্ত	১১৬
অধ্যায়: নিজের জন্য যা পছন্দ করবে মুসলিম ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করা ঈমানের অন্তর্ভূক্ত	১১৬
অধ্যায়: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ	১১৬
অধ্যায়: ঈমানের স্বাদ	১১৭
অধ্যায়: মদীনার আনসারকে ভালবাসা ঈমানের অংশ	১১৭
অধ্যায়: ফিতনা থেকে দূরে থাকা ঈমানের অংশ	১১৮
অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা: আমি আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে বেশী অবগত	১১৮
অধ্যায়: আমলের কারণে ঈমানদারদের মর্যাদার পার্থক্য	১১৮
অধ্যায়: লজ্জা ঈমানের অন্তর্ভূক্ত	১১৯

অনুবাদকের কথা

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যু বরণের পূর্বেই কুরআন ও হাদীছের মাধ্যমে এই দ্বীনকে পূর্ণতা দান করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

"আজকের দিনে তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। তোমাদের উপর আমার নেয়ামতকে পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম"। (সূরা মায়েদা: ৩)

সুতরাং পবিত্র কুরআন ও রাসূলের সুন্নাতই হচ্ছে ইসলামী শরীয়তের মূলভিত্তি। আল্লাহর বাণী পবিত্র কুরআন যেমন অহী তেমনি তাঁর রাসূলের হাদীছও এক প্রকার অহী। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের খেয়াল-খুশী মত কোন কথাই বলতেন না। আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى﴾

"এবং তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কোন কথা বলেন না। তা অহী ছাড়া অন্য কিছু নয়, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। (সূরা নাজম: ৩-৪)

সুতরাং অনুসরণের দিক থেকে হাদীছ কুরআনের মতই। হাদীছ ব্যতীত কোন মুসলিমের পক্ষে ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। তাই মহান আল্লাহ্ কুরআনের অনেক স্থানেই রাসূলের অনুসরণ করার আদেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে

যারা শাসক (কর্তৃত্বশীল ও বিদ্বান) তাদেরও। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।" (সূরা নিসা: ৫৯)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

﴿قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

"বল: যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাস তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ্ও তোমাদেরকে ভালবাসেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ্ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু।" (সূরা আলে-ইমরান: ৩১)

আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন:

﴿فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

"অতএব, যারা তাঁর নবীর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, ফিত্না (বিপর্যয়) তাদেরকে গ্রাস করবে অথবা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি তাদেরকে আক্রমণ করবে।" (সূরা নূর: ৬৩)

আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন:

﴿وَمَآ آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا﴾

"তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা থেকে তোমরা বিরত থাকো"। (সূরা হাশর: ৭)

আল্লাহ্ আরও বলেন:

﴿وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ﴾

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহকে বেশী করে স্মরণ করে, পরকালের আশা রাখে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনীতে সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে"। (সূরা আহযাব: ২১)

আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন:

﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب الوحى

কিতাবুল অহী

অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট কিভাবে অহী নাযিল শুরু হয়েছিল?

١. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخطاب قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ومَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ». (بخارى:١)

১) উমার বিন খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, প্রতিটি আমল কবুল হওয়া বা না হওয়ার বিষয়টি নিয়তের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য উহাই রয়েছে যার নিয়ত সে করে। সুতরাং কারো হিজরত যদি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে তা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উদ্দেশ্যে হিজরত বলে গণ্য হবে। আর কারো হিজরত যদি দুনিয়া অর্জন অথবা কোন নারীকে বিবাহের উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে তার হিজরত সেভাবেই গৃহীত হবে যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে।

٢. عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ ﷺ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ فَيُفْصَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ، وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلاً فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ» قَالَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا. (بخارى:٢)

২) আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: হারিছ বিন হিশাম একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে আপনার নিকট অহী নাযিল হয়? উত্তরে তিনি বললেন: কোন কোন সময় ঘন্টার আওয়াজের মত শব্দ করে আমার নিকট অহী আগমণ করে। এ প্রকারের অহী বুঝতে ও বহন করতে আমার খুব কষ্ট হয়। এভাবে অহী অবতরণ শেষ হলে আমি তা বুঝে নিতাম। অনেক সময় জিবরীল ফেরেশতা মানুষের আকৃতি

ধারণ করে আমার সাথে কথা বলতেন। আর আমি তা হৃদয়ঙ্গম করে নিতাম। আয়েশা (রা.) বলেন: প্রচন্ড শীতের সময়ও অহী নাযিলের মুহূর্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দেখেছি। অহী নাযিল শেষ হলে তার কপাল থেকে ঘাম ঝড়ে পড়ত।

٣ . عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لا يَرَى رُؤْيَا إِلا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلاءُ، وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ قَالَ: «مَا أَنَا بِقَارِئٍ» قَالَ: «فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ﴾ فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ: «زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي» فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ «لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي» فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: كَلاَّ وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِالْعُزَّى ابْنَ عَمِّ خَدِيجَةَ، وَكَانَ امْرَأً قَدْ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ، فَيَكْتُبُ مِنَ الإِنْجِيلِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: يَا ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَبَرَ مَا رَأَى فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا، لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ؟» قَالَ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلا عُودِيَ وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ وَفَتَرَ الْوَحْيُ. (بخاري:٣)

৩) আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: সর্বপ্রথম নিদ্রায় সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অহী নাযিল শুরু হয়। তিনি যে স্বপ্ন দেখতেন তা দিবালোকের ন্যায় সত্য বলে প্রকাশিত হত। এক পর্যায়ে তাঁর কাছে নির্জনে সময় কাটানো প্রিয় হতে লাগল। তিনি হেরা গুহায় একাকী বাস করতে থাকলেন এবং পরিবারের নিকট ফেরত আসার পূর্ব পর্যন্ত কয়েক রাত্রি তথায় এবাদতে মগ্ন থাকতেন। অতঃপর তিনি তাঁর পরিবারের নিকট ফেরত আসতেন এবং প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী নিয়ে পুনরায় গমণ করতেন। খাদ্য সামগ্রী শেষ হয়ে গেলে তিনি খাদীজার কাছে এসে পুনরায় গমণ করতেন। হেরা গুহায় থাকাবস্থায় তাঁর নিকট অহী নিয়ে জিবরীল ফেরেশতা আগমণ করেন। ফেরেশতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন: "আপনি পড়ুন"। উত্তরে তিনি বললেন: আমি তো পড়তে জানিনা।

٤ . عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ فَقَالَ فِيْ حَدِيْثِهِ: «بَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِي قِبَلَ السَّمَاءِ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَرُعِبتُ مِنْهُ فَجِئْتُ أَهْلِي فَقُلْتُ زَمِّلُوْنِيْ، زَمِّلُوْنِيْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ إِلَى قَوْلِهِ: وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ فَحَمِيَ الْوَحْيُ وَتَتَابَعَ». (بخارى:٤)

৪) জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি অহী বন্ধের সময়কাল সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট থেকে শুনেছি। তিনি বলেন: একদা আমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। এমন সময় আকাশের দিক থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম যে, হেরা গুহায় আগমণকারী সেই ফেরেশতা আসমান ও যমীনের মাঝে একটি ঝুলন্ত আসনে বসে আছেন। ফেরেশতাকে এমতাবস্থায় দেখে আমি ভীত ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। গৃহে ফিরে গিয়ে বললাম: আমাকে চাদর দিয়ে আচ্ছাদিত কর! আমাকে চাদর দিয়ে আচ্ছাদিত কর! অতঃপর আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾

"হে বস্ত্রাবৃত ব্যক্তি! উঠ, সতর্ক কর। তোমার পালনকর্তার বড়ত্ব ঘোষণা কর। তোমার পোষাক পবিত্র কর এবং কদর্যতা পরিহার কর"। (সূরা মুদ্দাছ্ছির: ১-৫) অতঃপর বিরতিহীনভাবে অহী আগমণ অব্যাহত থাকল।

٥ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا لَكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُحَرِّكُهُمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ قَالَ: جَمْعُهُ لَكَ فِي صَدْرِكَ وَتَقْرَأَهُ ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ قَالَ: فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ كَمَا قَرَأَهُ. (بخارى:٥)

৫) আল্লাহর বাণী: "তাড়াতাড়ি শিখে নেয়ার জন্যে তুমি দ্রুত অহী আবৃতি করবেনা" এর ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন: যখন কুরআন নাযিল হত তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা সাথে সাথে পাঠ করতেন এবং ঠোঁট নেড়ে দ্রুত উচ্চারণও করতেন। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে ঠোঁট নাড়াতেন আমি তোমাদেরকে সেভাবেই ঠোঁট নাড়িয়ে দেখাচ্ছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কষ্ট দূর করার জন্য আল্লাহ তাআলা কুরআনের এই আয়াতগুলো নাযিল করলেন:

﴿لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾

করোনা। তোমাদের পূর্ব পুরুষরা যেসব বস্তুর উপাসনা করত তা ছেড়ে দাও। তিনি আমাদেরকে নামাযের আদেশ দেন। তিনি আরো আদেশ দেনঃ তোমরা সত্য বল, অন্যায় থেকে বিরত থাক এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ।

অতঃপর সম্রাট দোভাষীকে বললেন: তুমি আবু সুফিয়ানকে বল: আমি তোমাকে তাঁর বংশ মর্যাদা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। তুমি বলেছঃ তিনি তোমাদের মাঝে সম্ভ্রান্ত বংশের অন্তর্ভূক্ত। এমনিভাবে রাসূলগণ সম্ভ্রান্ত বংশেই জন্ম গ্রহণ করে থাকেন।

আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছিলাম, তোমাদের মধ্যে ইতিপূর্বে অন্য কেউ এরূপ কথা বলেছে কি? তুমি বলেছ: না। সুতরাং আমি বলছি, ইতিপূর্বে যদি কেউ এ ধরণের কথা বলত, তাহলে আমি বলতাম: তিনি তাঁর পূর্বসূরি ব্যক্তির কথাই বলছেন।আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছিলাম, তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ রাজা-বাদশাহ ছিলেন কি? তুমি বলেছ: না। তাঁর পূর্ব পুরুষদের মধ্যে যদি কেউ রাজা-বাদশাহ থাকত, তাহলে আমি বলতাম: তিনি এমন ব্যক্তি যিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের রাজত্ব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছেন। আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছিলাম, বর্তমানে তিনি যা বলছেন, ইতিপূর্বে তোমরা কি কখনও তাঁর উপর মিথ্যাবাদীতার অভিযোগ করেছ? তুমি বলেছঃ না। তাই আমি বিশ্বাস করি যে, মানুষের সাথে মিথ্যা বলা ছেড়ে দিয়ে তিনি আল্লাহ সম্পর্কে কখনও মিথ্যা বলতে পারেন না। তোমাকে প্রশ্ন করেছিলাম, সম্মানিত ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ তাঁর অনুসরণ করেছে? না দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা? তুমি বলেছঃ দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণীর লোকেরা তাঁর অনুসরণ করেছে। মূলত: দুর্বল ও অসহায়গণই নবী রাসূলদের অনুসারী হয়ে থাকে।

আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছিলাম, তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে? না কমছে? তুমি বলেছঃ তাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। নিশ্চয়ই ঈমানের বিষয়টি এরূপই হয়ে থাকে, যতক্ষণ না তা পূর্ণতায় রূপ নেয়।

আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছিলাম, তাঁর দ্বীনে দিক্ষীত হওয়ার পর নাখোশ হয়ে কেউ ধর্মান্তরিত হয়েছে কি? তুমি বলেছঃ না। ঈমানের আলো যখন অন্তরে প্রবেশ করে তখন এরূপই হয়ে থাকে।

আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছিলাম, তিনি কি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন? তুমি বলেছোঃ না। প্রকৃতপক্ষে রাসূলগণ এরূপই হয়ে থাকেন। তারা কখনও অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না।

আমি তোমাকে আরও জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, তিনি তোমাদেরকে কিসের আদেশ দেন? তুমি বলেছো যে, তিনি তোমাদেরকে এক আল্লাহর এবাদতের আদেশ দেন এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করতে নিষেধ করেন এবং মূর্তি পূজা করতে নিষেধ করেন। তোমাদেরকে নামাযের আদেশ দেন, সত্য বলতে এবং পবিত্র থাকতে আদেশ করেন।

كتاب العلم

কিতাবুল ইলম

অধ্যায়: ইলমের ফজীলত

٥٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ لَمْ يَسْمَعْ حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ، قَالَ: «أَيْنَ أُرَاهُ- السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ»؟ قَالَ: هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ». قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: «إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ». (بخارى:٩٥)

৫৪) আবু হুরায়রা (রা.) বলেন: একদা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন এক মজলিসে লোকদেরকে নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এমন সময় এক গ্রাম্য লোক তাঁর কাছে এসে প্রশ্ন করল: কিয়ামত কখন হবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কথা না বলে আলোচনা অব্যাহত রাখলেন। কেউ কেউ বলল: তিনি লোকটির কথা শুনেছেন। তবে তার কথা তিনি অপছন্দ করেছেন। আবার কিছু লোক বলল: তার কথা তিনি শুনেন নি। পরিশেষে যখন তিনি আলোচনা শেষ করলেন তখন বললেন: কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়? লোকটি বলল: হে আল্লাহর রাসূল! এই তো আমি এখানেই আছি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: যখন আমানত নষ্ট করা হবে তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করবে। প্রশ্নকারী লোকটি বলল: আমানত কিভাবে নষ্ট করা হবে? উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: যখন অযোগ্য লোককে নেতৃত্বের দায়িত্ব প্রদান করা হবে তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করবে।

অধ্যায়: ইলম শিক্ষা দেয়ার সময় আওয়াজ উঁচু করা

٥٥. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلاَةُ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا

৫৫) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: কোন এক সফরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের পেছনে রয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি আমাদের কাছে এসে পৌঁছলেন। আমরা নামাযে দেরী করে ফেললাম। তাই আমরা তাড়াতাড়ি অযু করতে গিয়ে হালকাভাবে পা-গুলো ধৌত করতে লাগলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের এ অবস্থা দেখে উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন: যে সমস্ত গোড়ালী হালকাভাবে ধৌত করা হয়েছে সেগুলোর জন্য জাহান্নামের শাস্তি ও ধ্বংস অবধারিত। কথাটি তিনি দু'বার অথবা তিনবার বলেছেন।

অধ্যায়: যে পানি দ্বারা মানুষের চুল ধৌত করা হয় তার হুকুম

٥٣١. وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ، كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ. (بخارى:١٧١)

১৩৫) আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাথার চুল কামালেন, তখন আবু তালহা (রা.) প্রথম তাঁর চুল মোবারক গ্রহণ করেছেন।

টিকা: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর জীবদ্দশায় তাঁর চুল, দাড়ি, ব্যবহৃত পোষাক, অযুর পানি এবং তাঁর অন্যান্য উচ্ছিষ্ট বস্তু দ্বারা বরকত গ্রহণ করা জায়েয ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর এটি রহিত হয়ে গেছে।

অধ্যায়: কুকুর কোন পাত্রে মুখ দিলে তার হুকুম

٦٣١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا». (بخارى:٢٧١)

১৩৬) আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর মুখ দিলে উহা পবিত্র করার জন্য সাত বার ধৌত করবে।

٧٣١. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَتِ الْكِلابُ تبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.

১৩৭) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যামানায় মসজিদে কুকুর আসা-যাওয়া করত এবং তাতে পেশাব করত। এতে সাহাবীগণ মসজিদে পানি ছিটাতেন না বা পেশাবের স্থান ধৌত করতেন না।

টিকা: এটি ইসলামের প্রথম যুগের ঘটনা। তখন মসজিদ পাকা ছিলনা। সে জন্য বালু ও কাঁচা মাটি পেশাব চুষে নিত। তাই ধৌত করার প্রয়োজন হতনা। পরবর্তীতে যখন মসজিদের অবস্থার উন্নতি হল তখন থেকে মসজিদের পবিত্রতা রক্ষা করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

অধ্যায়: যারা পেশাব পায়খানার রাস্তা দিয়ে নির্গত বস্তু ব্যতীত অন্য কিছুকে অযু ভঙ্গের কারণ মনে করেন না

٨٣١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلاةٍ مَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ مَا لَمْ يُحْدِثْ». (بخارى:٦٧١)

১৯৭) উম্মে হানী বিনতে আবু তালেব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: মক্কা বিজয়ের বছর আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে দেখলাম, তিনি গোসল করছেন আর ফাতেমা (রা.) তাঁকে পর্দা করে আছেন। তিনি বললেন: আগমণকারী মহিলাটি কে? আমি বললাম: আমি উম্মে হানী।

অধ্যায়: অপবিত্র ব্যক্তির শরীরের ঘাম এবং মুসলিম ব্যক্তি কখনও নাপাক হয়না

٨٩١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَهُ فِي بَعْضِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ، قال: فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ، فَذَهَبتُ فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئتُ، فقَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ»؟ قَالَ: كُنْتُ جُنبًا فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، فقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُسْلِمَ لا يَنْجُسُ». (بخارى:٣٨٢)

১৯৮) আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার কোন একটি রাস্তায় আবু হুরায়রা (রা.)এর সাক্ষাৎ পেলেন। আবু হুরায়রা (রা.) তখন অপবিত্র অবস্থায় ছিলেন। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন: আমি তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আলাদা হয়ে গোসল করে তাঁর নিকট আগমণ করলাম। তিনি আমাকে বললেন: হে আবু হুরায়রা! তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আবু হুরায়রা (রা.) বললেন: আমি অপবিত্র ছিলাম। তাই অপবিত্র অবস্থায় আপনার সাথে বসতে অপছন্দ করলাম। এ কথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: সুবহানাল্লাহ! মুসলিম ব্যক্তি কখনও নাপাক হয়না।

অধ্যায়: অপবিত্র ব্যক্তি শুধু অযু করে ঘুমাতে পারবে

٩٩١. عَنْ ابن عُمَرَ أن عُمر بن الْخَطَّابِ ﷺ: سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ». (بخارى:٧٨٢)

১৯৯) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) হতে বর্ণিত, একদা উমার বিন খাত্তাব (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন: আমাদের কেউ কি অপবিত্র অবস্থায় ঘুমাতে পারে? উত্তরে তিনি বললেন: হ্যাঁ, তোমাদের কেউ অযু করে নিলে অপবিত্র অবস্থায় ঘুমাতে পারে।

টিকা: এ অযু দিয়ে নামায পড়া জায়েয হবেনা, যতক্ষণ না গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করবে। অন্য হাদীছে এসেছেঃ অযু না করেও অপবিত্র ব্যক্তি ঘুমাতে পারবে। তবে অযু করে ঘুমানো মুস্তাহাব।

অধ্যায়: মহিলারা মসজিদে ঘুমাতে পারে

٣٧٢. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ وَلِيدَةً كَانَتْ سَوْدَاءَ، لِحَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ، فَأَعْتَقُوهَا فَكَانَتْ مَعَهُمْ، قَالَتْ: فَخَرَجَتْ صَبِيَّةٌ لَهُمْ، عَلَيْهَا وِشَاحٌ أَحْمَرُ مِنْ سُيُورٍ، قَالَتْ: فَوَضَعَتْهُ، أَوْ وَقَعَ مِنْهَا، فَمَرَّتْ بِهِ حُدَيَّاةٌ وَهُوَ مُلْقًى، فَحَسِبَتْهُ لَحْمًا فَخَطِفَتْهُ، قَالَتْ: فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ، قَالَتْ: فَاتَّهَمُونِي بِهِ، قَالَتْ: فَطَفِقُوا يُفَتِّشُونَ، حَتَّى فَتَّشُوا قُبُلَهَا، قَالَتْ: وَاللَّهِ إِنِّي لَقَائِمَةٌ مَعَهُمْ، إِذْ مَرَّتِ الْحُدَيَّاةُ فَأَلْقَتْهُ، قَالَتْ: فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: هَذَا الَّذِي اتَّهَمْتُمُونِي بِهِ، زَعَمْتُمْ وَأَنَا مِنْهُ بَرِيئَةٌ، وَهُوَ ذَا هُوَ، قَالَتْ: فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَسْلَمَتْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ حِفْشٌ، قَالَتْ: فَكَانَتْ تَأْتِينِي فَتَحَدَّثُ عِنْدِي، قَالَتْ: فَلا تَجْلِسُ عِنْدِي مَجْلِسًا إِلا قَالَتْ:

وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ أَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: مَا شَأْنُكِ لا تَقْعُدِينَ مَعِي مَقْعَدًا إِلا قُلْتِ هَذَا؟ قَالَتْ: فَحَدَّثَتْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ.

২৭৩) আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আরবের কোন এক গোত্রের এক কালো দাসী ছিল। তাকে মুক্ত করে দেয়ার পরও সে তাদের সাথেই ছিল। একদা সে গোত্রের একটি ছোট বালিকা বাইরে গেল। তার পরনে ছিল চামড়ার উপর মনিমুক্তা খচিত একটি হার। আয়েশা (রা.) বলেন: বালিকাটি তা খুলে রাখল অথবা তা হারিয়ে ফেলল। হারটি যেস্থানে পড়ে ছিল ঐ স্থান দিয়ে একটি ছোট চিল উড়ে যাওয়ার সময় গোশত মনে করে হারটিকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। গোত্রের লোকেরা অনুসন্ধান করেও তা খুঁজে পেলনা। দাসী বলল: তারা আমার উপর এটি চুরি করার অপবাদ দিল। আয়েশা (রা.) বলেন: তারা তার কাছে হারটির তলাশী শুরু করল। এমনকি তার লজ্জাস্থান পর্যন্ত তালাশ করে দেখল। মহিলা বলল: আল্লাহর শপথ! আমি এ সময়ও তাদের সাথে দাঁড়িয়ে রইলাম। তখন উক্ত চিলটি পুনরায় তাদের উপর দিয়ে অতিক্রম করার সময় হারটি ফেলে দিল। মহিলা বলল: হারটি তাদের মাঝখানে পতিত হল। আমি তাদেরকে বললাম: তোমরা আমাকে এটি চুরি করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছ! অথচ এ থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত। এই তো সে হারটি। আয়েশা (রা.) বলেন: এ ঘটনার পর মহিলাটি কোন এক সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করল। আয়েশা (রা.) বলেন: মসজিদে উক্ত মহিলার জন্য একটি তাঁবু বা ছোট একটি ঘর ছিল। তিনি বলেন: মহিলাটি আমার কাছে এসে গল্প করত। যখনই সে আমার কাছে বসত তখনই সে বলতঃ

وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ أَعَاجِيبِ رَبِّنَا + أَلا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي

“হারের দিনটি ছিল আমার প্রভুর পক্ষ থেকে একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা এবং তিনি আমাকে মুক্ত

লক্ষ্য করে বললেন: তোমরা তাড়াতাড়ি আসরের নামায পড়ে নাও। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি আসরের নামায ছেড়ে দিবে, তার সকল আমলই বাতিল হয়ে যাবে।

অধ্যায়: আসরের নামাযের ফজীলত

٧٣٣. عَنْ جَرِيرٍ ﷺ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً، فَقَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ، لا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لا تُغْلَبُوا عَلَى صَلاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا». ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾. (بخارى:٤٥٥)

৩৩৭) জারির বিন আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। তখন রাতের বেলায় চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে তিনি আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন: কোন রকম অসুবিধা ছাড়াই তোমরা যেমন এই চন্দ্রটিকে দেখতে পাচ্ছ অচিরেই সেভাবে তোমরা তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবে। সুতরাং তোমাদের যদি সামর্থ থাকে যে, সূর্য উদয় এবং অস্তের পূর্বের নামায হতে কোন বস্তুই তোমাদেরকে পরাভুত করতে পারবেনা তাহলে উক্ত নামায দ্বয়কে তোমরা যথাসময়ে আদায় কর। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেন:

﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾

"তুমি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে পবিত্রতার সাথে তোমার প্রভুর প্রশংসা বর্ণনা কর"। (সূরা কাফ: ৩৯)

٨٣٣. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ وَصَلاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ». (بخارى:٥٥٥)

৩৩৮) আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: তোমাদের নিকট রাতে একদল ফেরেশতা এবং দিনে একদল ফেরেশতা পালাক্রমে আগমণ করেন। তারা ফজর ও আসরের নামাযের সময় এক সাথে একত্রিত হন। অতঃপর তোমাদের কাছে যে দলটি ছিল তারা উপরে উঠে যায়। মহান আল্লাহ জানা সত্ত্বেও তাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছ? তাঁরা বলেন: আমরা তাদেরকে নামাযরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি এবং তাদের কাছে যখন গিয়েছিলাম তখনও তারা নামাযেই ছিল।

٧٨٣. عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلاةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي، ثُمَّ يَنَامُ». (بخارى:١٥٦)

৩৮৭) আবু মূসা আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: সেই ব্যক্তি নামাযের ছাওয়াব বেশী পাবে, যে দূর থেকে মসজিদে আগমণ করে। তার চেয়ে আরো ছাওয়াব বেশী পাবে ঐ ব্যক্তি, যে আরো দূর থেকে মসজিদে আগমণ করে থাকে। যে ব্যক্তি ইমামের সাথে নামায পড়ার জন্য অপেক্ষা করে তাঁর ছাওয়াব ঐ ব্যক্তির চেয়ে বেশী যে ব্যক্তি একাকী নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

অধ্যায়: প্রথম ওয়াক্তে যোহরের নামায পড়ার ফজীলত

٨٨٣. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ، فَأَخَّرَهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ». ثُمَّ قَالَ: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ». (بخارى:٢٥٦)

৩৮৮) আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: একজন লোক রাস্তা দিয়ে চলার সময় রাস্তার উপর একটি কাঁটাযুক্ত ডাল দেখতে পেল। সে ডালটি রাস্তা থেকে সরিয়ে ফেলল। আল্লাহ তাআলা তাঁর এ কাজটি পছন্দ করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: শহীদ পাঁচ প্রকার। (১) প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণকারী (২) পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী (৩) পানিতে ডুবে মৃত্যু বরণকারী (৪) (দেয়াল, ছাদ ইত্যাদির নীচে) চাপা পড়ে মৃত্যু বরণকারী এবং (৫) আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করতে গিয়ে মৃত্যু বরণকারী। হাদীছের অবশিষ্ট অংশ পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

টিকা: হাদীছের যে অংশ পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তাতে রয়েছে যে, "আর যদি তারা জানত যোহরের নামাযের জন্য প্রথম ওয়াক্তে আগমণের ফজীলত কত বেশী, তাহলে তারা তাড়াতাড়ি করে প্রথম ওয়াক্তেই আগমণ করত"। ইমাম বুখারী (রহ.) সম্ভবতঃ এখান থেকেই শিরোনাম রচনা করেছেন।

অধ্যায়: মসজিদে যাওয়ার সময় পদক্ষেপসমূহের বিনিময়ে ছাওয়াব কামনা করা

٩٨٣. عن أَنَسٍ ﷺ: أَنَّ بَنِي سَلِمَةَ أَرَادُوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا عَنْ مَنَازِلِهِمْ، فَيَنْزِلُوا قَرِيبًا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُعْرُوا الْمَدِينَةَ، فَقَالَ: «أَلا تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ». (بخارى:٦٥٦)

৩৮৯) আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, বনী সালামার লোকেরা তাদের ঘর-বাড়ী ছেড়ে দিয়ে নবী

الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الأَلْبَابِ﴾ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكِ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ». (بخارى:٧٤٥٤)

১৬৮১) আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেন: "তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট, সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো অস্পষ্ট। সুতরাং যাদের অন্তরে জটিলতা রয়েছে, তারা অনুসরণ করে ফিৎনা বিস্তার এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে তন্মধ্যেকার রূপকগুলোর। আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর, তাঁরা বলেন: আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। এগুলো আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর জ্ঞানীগণ ছাড়া অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না"। (সূরা আল-ইমরান: ৭) তিনি বলেন: তুমি যখন ঐ সমস্ত লোকদেরকে দেখবে, যারা কুরআনের মুতাশাবেহ আয়াতগুলো নিয়ে ঘাটাঘাটি করছে, তখন বুঝবে যে আল্লাহ্ এ আয়াতটিতে তাদের কথাই বলেছেন। সুতরাং তুমি তাদের থেকে সাবধান থাকবে।

অধ্যায়: আল্লাহর বাণী:
"যারা আল্লাহ্র নামে কৃত অঙ্গীকার এবং প্রতিজ্ঞা সামান্য মূল্যে বিক্রি করে"

٢٨٦١. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّه اختصم إليه امْرَأَتَانِ كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِي بَيْتٍ أَوْ فِي الْحُجْرَةِ، فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَقَدْ أُنْفِذَ بِإِشْفَى فِي كَفِّهَا، فَادَّعَتْ عَلَى الأُخْرَى، فَرُفِعَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُمْ» ذَكِّرُوهَا بِاللَّهِ، وَاقْرَءُوا عَلَيْهَا: ﴿**إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ**﴾ فَذَكَّرُوهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ».

১৬৮২) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, দু'জন মহিলা তাঁর নিকট একটি মামলা নিয়ে আসলো। তারা একটি ঘরের মধ্যে বা কামরার মধ্যে বসে সেলাইয়ের কাজ করছিল। ইতিমধ্যে তাদের একজন বেরিয়ে আসল। তার হাতের তালুতে তখন একটি সূঁচ ফুটেছিল। সে অপর মহিলার বিরুদ্ধে মুকাদ্দমা পেশ করল। তাদের বিষয়টি ইবনে আব্বাসের নিকট পেশ করা হলো। তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: শুধু দাবী করাতেই যদি মানুষের হক প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেত, তাহলে মানুষের জান ও মাল চলে যেত। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন: তোমরা ঐ মহিলাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দাও এবং আল্লাহর এই বাণী পাঠ করে শুনাও।

আনন্দিত হয় এবং না করা বিষয়ের জন্য প্রশংসা কামনা করে, তারা আমার নিকট থেকে অব্যাহতি লাভ করেছে। বস্তুত তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। (সূরা আল-ইমরান: ১৮৮)

٦٨٦١. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَقَدْ قِيْلَ لَهُ: لَئِنْ كَانَ كُلُّ امْرِئٍ فَرِحَ بِمَا أُوتِيَ وَأَحَبَّ أَنْ يُحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ مُعَذَّبًا، لَنُعَذَّبَنَّ أَجْمَعُونَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَمَا لَكُمْ وَلِهٰذِهِ، إِنَّمَا دَعَا النَّبِيُّ ﷺ يَهُودَ، فَسَأَلَهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَكَتَمُوهُ إِيَّاهُ، وَأَخْبَرُوهُ بِغَيْرِهِ، فَأَرَوْهُ أَنْ قَدِ اسْتَحْمَدُوا إِلَيْهِ بِمَا أَخْبَرُوهُ عَنْهُ فِيمَا سَأَلَهُمْ، وَفَرِحُوا بِمَا أُوتُوا مِنْ كِتْمَانِهِمْ . (بخارى:٨٦٥٤)

১৬৮৬) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তাঁকে বলা হলোঃ যে ব্যক্তি এমন জিনিস পেয়ে খুশী হয়, যা তাকে দেয়া হয়েছে এবং না করা বিষয়ের জন্য প্রশংসা কামনা করে তাকে শাস্তি দেয়া হলে আমাদের সকলকেই শাস্তি ভোগ করতে হবে। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন: উপরোক্ত আয়াতের সাথে মুসলিমদের কী সম্পর্ক? প্রকৃত ঘটনা এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা ইহুদীদেরকে ডেকে একটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তারা আসল বিষয়টি গোপন করে অন্য একটি বিষয়ের কথা বলল। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখাতে চাইলো যে, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে প্রশংসা অর্জনের হকদার হয়েছে এবং প্রকৃত তথ্য গোপন করার কারণে খুশী হয়েছে।

অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় যে, তোমরা এতিমদের ব্যাপারে সুবিচার করতে পারবেনা

٧٨٦١. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا سَأَلَهَا عُرْوَةُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿**وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى**﴾ فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، تَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ، وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ، فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَإِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿**وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ**﴾ قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى ﴿**وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ**﴾ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، قَالَتْ: فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا عَنْ مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ إِلاَّ بِالْقِسْطِ، مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ (بخارى: ٤٧٥٤)

১৬৮৭) আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তাঁকে উরওয়া আল্লাহ্ তাআলার এই বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো "যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় যে, তোমরা এতিমদের ব্যাপারে সুবিচার করতে পারবে না"।

বলেছেন। তিনি সর্বোচ্চ ও মহান" (সূরা সাবাঃ ২৩) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: শয়তানেরা ফেরেশতাদের কথোপকথন চুরি করে শুনে নেয়। এই চোরেরা একজন অপরজনের ঘাড়ে বসে আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। উপরের শয়তানটি ফেরেশতাদের কথা শুনে ফেলে। অতঃপর সে তার কাছের শয়তানের নিকট পৌঁছায়। এভাবে সর্বনিম্নস্থ শয়তানের নিকট খবরটি আসলে সে যাদুকর বা গণকের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। কখনও এরকম হয় যে, কথাটি দুনিয়ার যাদুকর বা গণকের কাছে আসার পূর্বেই আকাশের কথা বহনকারী শয়তানকে কোন জ্বলন্ত উল্কা পিন্ড ধরে ফেলে এবং তাকে জ্বালিয়ে দেয়। আবার কখনও উল্কার আক্রমণের পূর্বেই সে কথাটি গণকের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে সক্ষম হয়। এভাবে আসতে আসতে সর্বনিম্নের শয়তান পর্যন্ত কথাটি নিক্ষিপ্ত হয়। পরিশেষে তারা কথাটি যমীনে পৌঁছে দেয় এবং যাদুকরের বা গণকের মুখে পৌঁছে গেলে তার সাথে আরো একশটি মিথ্যা কথা সংযোগ করে"। অতঃপর উক্ত কথাগুলোর কোন একটি সত্য হলে লোকেরা বলাবলি করতে থাকে অমুক অমুক যাদুকর কি আমাদের জন্য অমুক অমুক দিন বলে নি যে, এমন এমন হবে? আমরা কি তাই সংঘটিত হতে দেখি নি? এ রকম কথা শুনে লোকেরা সেটি বিশ্বাস করে। অথচ এই কথাটি শয়তানেরা আকাশ থেকে পূর্বেই চুরি করে শুনেছিল।

সূরা নাহ্‌লের তাফসীর

অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: আর তোমাদের কাউকে বয়সের নিকৃষ্ট পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়

٧٠٧١. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو: «أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَالْكَسَلِ، وَأَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ». (بخارى:٧٠٧٤)

১৭০৭) আনাস বিন মালেক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দুআয় বলতেন: হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, কৃপণতা, আলস্য, বয়সের নিকৃষ্ট পর্যায়, কবরের আযাব, দাজ্জালের ফিতনা এবং জীবন-মরণের ফিতনা থেকে।

স্ত্রীর সাথে লিআন করলেন। অতঃপর তিনি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! এখন আমি যদি তাকে রেখে দেই, তাহলে আমার পক্ষ হতে তার উপর জুলুম হবে। তাই তিনি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিলেন। পরবর্তীতে লিআনকারী প্রত্যেক স্বামী-স্ত্রীর জন্য এটি সুন্নাতে পরিণত হয়েছে। অতঃপর তিনি বললেন: তোমরা খেয়াল রাখো। উয়াইমীরের স্ত্রী যদি কালো রং, কালো দু'টি চোখ, বড় নিতম্ব এবং মোটা মোটা নলা বিশিষ্ট সন্তান জন্ম দেয় তাহলে বুঝবে যে, উয়াইমীর তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে নি। কিন্তু সে যদি লাল টিকটিকির রঙ্গের মত রং বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে, তাহলে সে তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে মিথ্যা বলেছে। দেখা গেল উয়াইমীর সত্যবাদী হলে যে গুণাগুণ বিশিষ্ট সন্তান হবে বলে বর্ণনা করেছেন, সেরূপই একটি শিশু সন্তান প্রসব করল। পরে সেই শিশুটিকে মায়ের পরিচয়ে ডাকা হত।

টিকা: লিআনের পদ্ধতি আল্লাহ্ তাআলা সূরা নূরের ৬-৯ নং আয়াতে বর্ণনা করেছেন। লিআনের পর সুন্নাতী নিয়ম অনুযায়ী স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে।

অধ্যায়: আল্লাহর বাণী:
এবং স্ত্রীর শাস্তি রহিত হয়ে যাবে
যদি সে আল্লাহ্‌র নামে কসম খেয়ে চার বার সাক্ষ্য দেয়

٤١٧١. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلاً يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ؟ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: «الْبَيِّنَةَ وَإِلاَّ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ». فَقَالَ هِلاَلٌ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ، فَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ: ﴿**وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ**﴾ فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ ﴿**إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ**﴾ فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَجَاءَ هِلاَلٌ فَشَهِدَ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ»؟ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ، فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ، وَقَفُوهَا، وَقَالُوا: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ، ثُمَّ قَالَتْ: لا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ، فَمَضَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ، سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ». فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْلا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ». (بخارى:٧٤٧٤)

১৭১৪) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: হিলাল বিন উমাইয়া তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে শারীক বিন সাহমার সাথে জেনার অভিযোগ দিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন: (চারজন) সাক্ষী উপস্থিত করো। অন্যথায় তোমার পীঠে শরীয়তের নির্ধারিত শাস্তি

কাম্য নয়)। অতঃপর তিনি কারও পশ্চাৎ বায়ু নির্গত হওয়ার কারণে হাসি দেয়ার ব্যাপারে নসীহত করলেন। তোমাদের কেউ এমন কাজে কেন হাসে যা নিজেই করে থাকে? অপর বর্ণনায় রয়েছে, সে ছিল যুবাইর ইবনুল আওয়ামের চাচা আবু যামআর ন্যায়।

টিকা: জাহেলী যামানার লোকদের খারাপ অভ্যাসের মধ্যে এও ছিল যে কোন মজলিসে তারা পশ্চাৎ বায়ু নিঃসরণ করত এবং এ নিয়ে হাসাহাসি করত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বদ অভ্যাস থেকে সাবধান করেছেন।

সূরা আলাকের তাফসীর

অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: কখনই নয়, যদি সে বিরত না হয়, তবে আমি মস্তকের সামনের কেশগুচ্ছ ধরে হেঁচড়াবই

٧٥٧١. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ: لَئِنْ رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ لأَطَأَنَّ عَلَى عُنُقِهِ. فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «لَوْ فَعَلَهُ لأَخَذَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ». (بخارى:٨٥٩٤)

১৭৫৬) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আবু জাহল একবার বলল: আমি যদি মুহাম্মাদকে কাবার নিকট নামায পড়তে দেখি তবে তার ঘাড় পদদলিত করবো। তার এই কথা জানতে পেরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: সে যদি তা করে তাহলে ফেরেশতাগণ তাকে পাকড়াও করবে।

সূরা কাউছারের তাফসীর

٧٥٧١. عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: لَمَّا عُرِجَ بِالنَّبِيِّ ﷺ إِلَى السَّمَاءِ قَالَ: «أَتَيْتُ عَلَى نَهَرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ اللُّؤْلُؤِ مُجَوَّفًا، فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا الْكَوْثَرُ». (بخارى:٤٦٩٤)

১৭৫৭) আনাস বিন মালেক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন আকাশে উঠানো হল (যখন তাঁর মিরাজ সংঘটিত হল) তখন তিনি বললেন: আমি একটি নদীর ধারে আসলাম, যার উভয় তীরে ছিল ফাঁপা মোতির তৈরী তাঁবুসমূহ। আমি বললাম: হে জিবরীল! এটি কী? তিনি বললেন: এটিই হল হাউযে কাউছার।

٨٥٧١. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَقَدْ سُئِلَتْ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿**إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ**﴾ قَالَتْ: نَهَرٌ

অধ্যায়: ফারার বর্ণনা

٤٦٨١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لا فَرَعَ، وَلا عَتِيرَةَ». وَالْفَرَعُ: أَوَّلُ النِّتَاجِ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ، وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ (بخارى:٣٧٤٥)

১৮৬৪) আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: ইসলামে ফারা ও আতীরা বলতে কিছু নেই। ফারা হল উটনীর প্রথম বাচ্চা, যাকে মুশরিকরা তাদের মূর্তির (দেবদেবীর) নামে বলি দিত। রজব মাসে তারা যে, কুরবানী করত, তাকে বলা হত আতীরা।

টিকা: পশু যবেহ দেয়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। তাই ছাওয়াবের নিয়তে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় এবং সুন্নাতী তরীকায় যবেহ দিলেই বৈধ হবে, অন্যথায় নয়। বর্তমান মুসলিম সমাজের কোন কোন স্থানে প্রচলিত উরস, খানকা ও মাজারের নামে ও কবীরাজদের কথায় আদৌ তা করা যাবেনা। এ সব কাজ দেবতার নামে উৎসর্গের নামান্তর, যা শির্কের অন্তর্ভূক্ত।

كتاب الأضاحى

কিতাবুল আযাহী (কুরবানীর বর্ণনা)

অধ্যায়: কোরবানীর গোশত কি পরিমাণ খাওয়া যাবে এবং কি পরিমাণ রেখে দেয়া যাবে?

٧٧٨١. عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ، فَلا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ». فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي؟ قَالَ: «كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا». (بخارى:٩٦٥٥)

১৮৭৭) সালামা বিন আক্ওয়া (রা.) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোরবানী করে, তার ঘরে যেন তৃতীয় দিনের পরে কোরবানীর গোশতের কিছু অংশ অবশিষ্ট না থাকে। পরের বছর লোকেরা বলল: হে আল্লাহর রাসূল! গত বছর যেরূপ করেছিলাম এ বছরও কি অনুরূপ করব? তিনি বললেন: তোমরা খাও, অন্যকে খেতে দাও এবং জমা করে রাখো। যেহেতু ঐ বছর দুর্ভিক্ষ ছিল, তাই আমি চেয়েছিলাম এই অবস্থায় তোমরা তাদের সাহায্য কর।

٨٧٨١. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ: أَنَّهُ صَلَّى الْعِيْدَ يَوْمَ الأَضْحَى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَأَمَّا الآخَرُ فَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ مِنْ نُسُكِكُمْ». (بخارى:٣٧٥٥)

১৮৭৮) উমার বিন খাত্তাব হতে বর্ণিত, তিনি ঈদুল আযহার দিন খুৎবার পূর্বে নামায পড়েছেন। অতঃপর তিনি খুৎবা দিয়েছেন। তিনি খুৎবায় মানুষকে লক্ষ্য করে বলেছেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সালাম দুই ঈদের দিন তোমাদেরকে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। এই দুই দিনের একদিন হচ্ছে রামাযানের রোযা শেষে ঈদ পালন করার দিন। আরেক দিন হচ্ছে তোমাদের কোরবানীর গোশত খাওয়ার দিন।

كتاب الأدب

কিতাবুল আদব

অধ্যায়: সর্বাধিক উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অগ্রাধিকারী কে?

٥٩٩١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ»

১৯৫৪) আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এক ব্যক্তি আসল এবং বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট হতে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার সর্বাধিক হকদার কে? তিনি বললেন: তোমার মা। লোকটি বলল: এরপর কে? তিনি বললেন: তোমার মা। সে বলল: এরপর কে? তিনি বললেন: তোমার মা। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করল: এরপর কে? তিনি বললেন: এরপর তোমার পিতা।

অধ্যায়: কোন ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে গালি দিবে না

٥٥٩١. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ: أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: «يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ». (بخارى:٣٧٩٥)

১৯৫৫) আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: কবীরা গুনাহ্ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ্ হল কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার পিতা-মাতাকে অভিসম্পাত করা। জিজ্ঞেস করা হল: হে আল্লাহর রাসুল! কিভাবে একজন লোক তার পিতা-মাতাকে অভিসম্পাত করতে পারে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয়। সেও প্রথমোক্ত ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয়। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির মাকে গালি দেয়, ফলে অপর ব্যক্তিও তার মাকে গালি দেয়।

অধ্যায়: আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর গুনাহ্

٦٥٩١. عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ». (بخارى:٤٨٩٥)

كتاب الدعوات

কিতাবুদ্ দাওয়াত (দু"আ পর্ব)

অধ্যায়: প্রত্যেক নবীর জন্যই একটি কবুলযোগ্য দু'আ ছিল

٥١٠٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا، وَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي فِي الآخِرَةِ». (بخارى:٤٠٣٦)

২০১৫) আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: প্রত্যেক নবীর জন্যই একটি কবুলযোগ্য দু'আ ছিল। আমি চাই আমার দু'আটি আখেরাতে আমার উম্মাতের শাফাআতের জন্য সংরক্ষিত থাকুক।

অধ্যায়: সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার (সর্বোত্তম ক্ষমা প্রার্থনার দু'আ)

٦١٠٢. عن شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «سَيِّدُ الاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ». قَالَ: «وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ» (بخارى:٦٠٣٦)

২০১৬) শাদ্দাদ বিন আওস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: ক্ষমা প্রার্থনার সর্বোত্তম দুআ হচ্ছে, তুমি বলবে: "হে আল্লাহ্! তুমি আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ এবং আমি তোমার বান্দা। আমি সাধ্যানুযায়ী তোমার সাথে কৃত ওয়াদা-অঙ্গীকার রক্ষা করছি। আমার কৃত কর্মের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় কামনা করছি, আমার প্রতি তোমার নেয়ামত স্বীকার করছি এবং তোমার দরবারে আমার পাপকর্মেরও স্বীকারোক্তি দিচ্ছি। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করো, কেননা তুমি ছাড়া পাপরাশী কেউ ক্ষমা করতে পারেনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: যে ব্যক্তি কথাগুলো দিনের বেলায় দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বললো এবং সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই মারা গেল সে জান্নাতী। আর যে ব্যক্তি কথাগুলো রাত্রিবেলা দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বললো এবং সকাল হওয়ার আগেই মারা গেল সেও জান্নাতী।

كتاب كفارات الأيمان

কাফ্ফারাতুল আইমান (শপথের কাফ্ফারা)

অধ্যায়: মদীনার 'সা' এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'মুদ্দ'

٨٩٠٢. عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ﷺ قَالَ: كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ.

২০৯৮) সায়েব বিন ইয়াযীদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এক 'সা'এর পরিমাণ ছিল তোমাদের বর্তমান প্রচলিত এক 'মুদ' ও তার এক তৃতীয়াংশ।

টিকা: আধুনিক হিসাব অনুযায়ী এক 'সা'-এর পরিমাণ হচ্ছে, আনুমানিক তিন কেজি। আর এক 'মুদ' হচ্ছে আনুমানিক ৫০০ গ্রাম তথা আধা কেজি।

٩٩٠٢. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ، وَصَاعِهِمْ، وَمُدِّهِمْ».

২০৯৯) আনাস বিন মালেক (রা.) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আয় বলেছেন: হে আল্লাহ্! তুমি তাদের (মদীনাবাসীদের) ওজনে এবং 'সা' ও 'মুদ্দে' বরকত দান কর।

আলোকিত প্রকাশনী

বই পরিচিতি

বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদক
প্রকাশিত বই সমূহ	
কুরআনে বর্নিত সকল দু'আ ও তার তাফসীর	লেখক: হাসিবুর রহমান সম্পাদনায়: শাইখ আবদুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী
প্রত্যেক মুসলিমের জন্য যা জানা অপরিহার্য	লেখক: শাইখ মুস্তাফিজুর রহমান আল মাদানী সম্পাদনায়: শাইখ আবদুল হামিদ ফাইযী আল মাদানী
মরেও অমর হওয়ার প্রচেষ্টা	লেখক: শাইখ মুহাম্মাদ স্বালিহ আল-মুনাজ্জিদ মূল: শাইখ মুস্তাফিজুর রহমান আল মাদানী সম্পাদনায়: শাইখ আবদুল হামিদ ফাইযী আল মাদানী
ঈমান হারানোর ভয়াবহ কারণ	লেখক: রফিকুল ইসলাম বিন সাঈদ
ইসলামের সচিত্র গাইড	লেখক: আই. এ. ইবরাহীম অনুবাদক: মুহাম্মাদ ইসমাইল জাবীহুল্লাহ সম্পাদনায়: শাইখ ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া
প্রকাশিতব্য বই সমূহ	
ইসলামী ফিকাহ	লেখক: মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আত-তুআইজিরী অনুবাদক: আবু আহমাদ সাইফুদ্দিন বেলাল
ফাতোওয়া আরকানুল ইসলাম	অনুবাদক: আবদুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী মূল: শাইখ ছালেহ আল উছাইমীন (রহ.)